Sans. H. 4th Sem. CC 9 Note on

জানকীবল্লভ শাস্ত্রী

শ্রী জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর জন্ম হয় বিহারের গয়া জেলায় মোগরা নামক গ্রামে। উনার পিতার নাম পিতার নাম পণ্ডিত রামানুগ্রহ শর্মা ছিল। উনি শাস্ত্রী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮ বছর বয়সেই সাহিত্যাচার্য উপাধী লাভ করেন। পণ্ডিত জানকীবল্লভ শাস্ত্রী হিন্দি সাহিত্যে ছায়াবাদী কবি রূপে প্রতিষ্ঠিত। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃত 'মুক্তকো' র করেন যার সঙ্কলন 'কাকলী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এর পৃষ্ঠভূমির ওপর রচিত 'বংদীখন্দিরম্' ইনার দ্বারা রচিত একটি খন্ডকাব্য 'ভারতবসন্তগীতিঃ' তে তিনি নিজের কবিতা কে নবাবদার ঘষিত করতে গিয়ে বলেছেন –

নিনাদয় নবীনাময়ে বানি বীনাম্।
মৃদুং গায়গীতি ললিত নীতি লীনাম্।।
লতানাং নিতান্তং সুভং শান্তিশীলম্
চলেদুচ্যু লেক্তান্তসলিলং সলিলম্।
তবাকর্ন্য নবীণাময়ে বানি বীনাম্।।

শ্রব্যকাব্যের ক্রমিক বিকাস – শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্য প্রসিদ্ধ রচনা হল 'ভ্রমরগানম্'। এর একটি সুন্দর উদাহরণ হল – সরসি নিবিশ্য মুখং সুখং চুচুম্বিমনবরসং চষম্ সন্ সন্মুখখসাম্প্রতং সাম্প্রতমপি বৃতানরবিন্দম্। বিন্দত্রানন্দং পরান পরং কথপি নবীনমমন্দম্। ইন্দিন্দির, নিন্দসি মকরন্দম্ ?

কবি জানকীবল্লভ শাস্ত্রী আধুনিক সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তিনি গীত, স্তোত্র, গজল, শ্লোকাদি প্রভৃতি বলগুনে সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন। এর সাথে সংস্কৃতে কাহিনী, উপন্যাস, নাটক, ব্যাঙ্গ, এবং আলোচনাও লিখেছিলেন। ইনি প্রাচীন

কাব্যধারা কে আজকের আধুনিক সাহিত্যে নব চেতনায় উন্মেষিত করেছেন। তাঁর সঙ্গীতে অনুপ্রাসের ব্যবহার, পদাবলীর কোমলতা, সপ্রমাণত রাগাত্মকতা আর করুনা ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। তাঁকে সংস্কৃত কবিতাতে রোমান্টিক চিন্তাধারার পুরোধাও বলা যেতে পারে। মধুক কোমলকান্ড পদাবলী গীতগবিন্দতে আজকের সংবেদনা কে তিনিই স্পন্দিত করেছেন।

তাঁর কাব্য বৈশিষ্টের প্রশংসা করতে গিয়ে কান্দির পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে অগ্রনী শ্রীমান মহাদেব শাস্ত্রী লিখেছেন –

গোবিন্দ গোনবিন্দঃ কবিরকবিরসৌ নীলকণ্ঠঃ উপকণ্ঠঃ
ক্ষমো ন ক্ষেমক্ষপো গলিতমদভরঃ ফল্গুবন্ধঃ সুবন্যঃ।
সক্ত্বাব্যেল্লাসলীলাকলিত কলকলে কাকলী ককিলে অস্মিন্
দ্রাক্ষামাধুর্য দীক্ষাক্ষমমপি গনয়ে পন্ডিতমন্ড মেব।

তাঁর রচনায় আধুনিক ভাব বোধের সাথে সাথে প্রাচীন পরম্পরার নির্বাহ দেখা যায়। তাঁর কাব্য রচনা সর্বদাই স্পৃহণীয় হয়ে থাকে।